16

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী ঃ ভালো সাড়া মিললে মেয়াদ বাড়ানো হবে

।। শিশির শীল ।।

'ঝরে পড়া রোধ করা' এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার দেশে এক বছরমেয়াদী শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করেছে। এই কর্মসূচীতে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেলে এর মেয়াদ আরো বাড়ানো হবে বলে সরকারী সূত্রে জানা গেছে।

প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হওয়া একেবারেই দরিদ্র ছাত্রছাত্রী অভাব-অনটনে যাতে স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য না হয় সেজন্য সরকারের এ নতুন উদ্যোগ।

দেখা গেছে কামার, কুমোর, তাঁতী, জেলে, ক্ষুদ্র চাষী, দিনমজুর, ক্ষেতমজুরসহ গ্রামাঞ্চলের অনেক অভাবী পরিবার তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করান ঠিকই, কিন্তু বছর না ঘুরতেই ওইসব শিশু অভাবের তাড়নায় প্রাথমিক স্কুল বা পাঠশালা ছাড়তে বাধ্য হয়। শিক্ষার প্রাথমিক আলোটুকু থেকে এমনিভাবে চিরতরে বঞ্চিত হচ্ছে দেশের হাজার হাজার শিশু। অনেক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, দৈন্য ও পশ্চাদপদতার কারণে জন্মগ্রহণের পর শিক্ষাতো দূরের কথা, অনেক শিশু স্কুল কি তাই কোনদিন জানতে পারছে না। এই বাস্তব অবস্থার নিরিখে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সরকার শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী হাতে নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।

সূত্র জানায় আপাতত এক বছর মেয়াদী এ কর্মসূচী দেশের প্রতিটি থানার নির্বাচিত একটি ইউনিয়নে পরিচালিত হবে। নির্বাচিত ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (সরকারী, বেসরকারী নির্বিশেষে) এ কর্মসূচীর অধীনে খাদ্য হিসেবে গম দেয়া হবে। গমের বদলে পরবর্তী সময়ে চাল দেয়া যায় কিনা সে বিষয়ও সরকারের বিবেচনায় রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সোমবার চট্টগ্রামের মিরেরসরাইয়ে এ কর্মসূচীর দ্বিতীয় দফা উদ্বোধন করেছেন এর আগে গত ২৯শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রী ফেনীর ৪টি প্রাথমিক স্কুলের দরিদ্র ছাত্রদের কয়েকটি পরিবারকে গম বিতরণের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সূত্র জানায়, এ কর্মসূচী নিয়ে কোনরকম অনিয়ম, দুর্নীতি বা অন্যকোন অভিযোগ না ওঠে সে ব্যাপারে সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, অবিলম্বে এ কর্মসূচী শুরু করার লক্ষ্যে গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৯টি জেলায় ৩ মাসের জন্য প্রয়োজনীয় গম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। চলতি মাসের মধ্যে দেশের সবক'টি জেলায় এ কাজ সম্পন্ন হবে।

সূত্র অনুযায়ী, প্রতিটি নির্বাচিত ইউনিয়নে ৩ মাসে ৫৫ মেট্রিক টন গম সরবরাহ করা হবে বাছাইকরা ছাত্রছাত্রীর (স্কুলগামী) পরিবারকে। প্রয়োজনে বেশি লাগলে সে ক্ষেত্রেও জেলা ও থানা শিক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ব্যবস্থা নেবে।

প্রতিটি থানায় একটি করে ইউনিয়ন এই কর্মসূচীর জন্য নির্বাচন করা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে থানা শিক্ষা কমিটি শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ ৪টি ইউনিয়ন বাছাই করছে স্ব স্ব থানা থেকে এবং তা সুপারিশ আকারে প্রেরণ করছে জেলা শিক্ষা কমিটির কাছে। পরে জেলা শিক্ষা কমিটি বৈঠকের মাধ্যমে ১টি ইউনিয়ন চূড়ান্ত করছে। ওই বৈঠকে স্ব স্ব এলাকার মন্ত্রী, সাংসদ, জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকছেন।

নির্বাচিত ইউনিয়নের প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হওয়া একেবারে দরিদ্র ছাত্রছাত্রী কারা তা বাছাই করার দায়িত্বে থাকছেন থানা শিক্ষা কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ, ওয়ার্ড কমিটি, সংশ্লিষ্ট স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি।

প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীকে মাসে শতকরা ৮৫ ভাগ স্কুলে উপস্থিত থাকতে হবে- একথা জানিয়ে দিয়েই নির্বাচিত পরিবারকে মাসে ১৫ কেজি গম দেয়া হবে। নির্বাচিত কোন পরিবারের একাধিক ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় এমন হলে সে পরিবারকে মাসে ৩০ কেজি গম দেয়া হবে। তবে স্কুলে ৮৫ ভাগ উপস্থিতি না হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে গম দেয়া বন্ধ করা হবে।

সরকারীভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ অথবা সংশ্লিষ্ট স্কুল ম্যানেজিং কমিটি অথবা কোন এনজিও এই গম বিতরণের দায়িত্বে থাকবে। তবে জেলা ও থানা শিক্ষা কমিটি যৌথ সিদ্ধান্ত নিয়ে যে কাউকে সে দায়িত্ব দিতে পারবে।

এই কর্মসূচীর জন্য ইতিমধ্যে মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, খুলনা, মৌলভীবাজার, ফেনী, মাগুরা, বরিশাল ও গাজীপুর জেলার জন্য নির্বাচিত ইউনিয়নের প্রত্যেক স্কুলের জন্য ৫৫ মেট্রিক টন গম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২/১ দিনের মধ্যে নওগাঁ, চাপাইনবাগঞ্জ, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, নড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহীসহ আরো কয়েকটি জেলায় এই বরাদ্দ দেয়া হবে। চলতি মাসের মধ্যেই প্রতি থানায় ইউনিয়ন নির্বাচন ও ৩ মাসের জন্য প্রয়োজনীয় গম বরাদ্দের কাজ শেষ হবে বলে সরকারী সূত্রে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

এই কর্মসূচী সফল করার জন্য ৫টি বিভাগে ৫টি পৃথক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এতে জেলা ও থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ যোগ দেবেন। ঢাকা বিভাগের কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হবে ৯ই সেপ্টেম্বর।

প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নের জন্য শিগগির একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট গঠন করা হবে। এতে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা প্রতিনিধিত্ব করবেন। প্রকল্পের মূল উদ্যোক্তা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, যার বাস্তবায়নের তত্ত্বাবধানে থাকবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।